



বাইবেল

আমাদের পথ নির্দেশক

খ্রীষ্টানুসারীদের জন্য পবিত্র শাস্ত্রের সহজ শিক্ষা

“তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ”

যোহন ১৭:১৭

অগ্রকথা

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানরা (খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোন) ১৩০ বছরের বেশী সময় ধরে এই নামে পরিচিত হয়ে আসছে। তবে তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, প্রথম শতাব্দী থেকে যীশুর শিষ্যদের শিক্ষা, পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত শিক্ষা অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস রেখে জীবন-যাপন করা।

তারা বিশ্বাস করেন যে, যারা যীশুকে ও তাঁর প্রেরিতদের অনুসরণ করেন ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি ও ক্ষমা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি নির্ভর করেন, তারা আস্থার সংগে পৃথিবীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশা রাখেন। কারণ এই সময়েই তিনি তাঁর লোকদের জন্য অনন্ত জীবন নিয়ে আসবেন এবং পৃথিবীতে ক্ষমতার সংগে তাঁর দীর্ঘ প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এই পুস্তিকাতে যে সব আলোচ্য, মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলি অনিবার্যভাবেই চ্যালেঞ্জিং। কারণ এতে প্রতিটি পাঠককে শাস্ত্রের সহজ-সরল শিক্ষার সংগে তার নিজস্ব মতামতের তুলনার আহ্বান জানানো হয়েছে। এখানে আলোচিত শাস্ত্রাংশগুলি যত্নসহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণসাপেক্ষে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ যদি মন ও হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি আহুত হন, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি প্রভুর শিক্ষা ও বাইবেল গ্রহণ করবেন এবং এই শিক্ষা তাকে যেখানেই নিয়ে যাক সেদিকেই তিনি যাবেন।

বাইবেল

যদি দাবী করি যে, আমরা বাইবেল অনুসারী তবে যীশু ও তাঁর প্রেরিতরা পবিত্র শাস্ত্রে যেভাবে আস্থার সাথে বিশ্বাস করতেন সেভাবে আমাদেরও করা উচিত :-

যীশু : “আর শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না” (যোহন ১০:৩৫)

পৌল : “ঈশ্বর-নিশ্চিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী” (২য় তীমথিয় ৩:১৬)

পিতর : “কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।” (২য় পিতর ১:২১)

“সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।” (১ম পিতর ১:১২)

পূর্ণভাবে ঈশ্বর নিশ্চিত বাইবেলের উপরই প্রকৃত বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

মানুষের প্রকৃতি

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা পাপী ও মরনশীল এবং খ্রীষ্ট বিহীন জীবনের কোন প্রত্যাশা নাই:-

মোশী : “কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।” (আদিপুস্তক ৩:১৯)

যিশাইয় : “মর্ত্যমাত্র তৃণস্বরূপ, তাহার সমস্ত শক্তি ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের তুল্য। তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে” (যিশাইয় ৪০:৬-৭)

যাকোব : “তোমাদের জীবন কি প্রকার? তোমরা ত বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়।” (যাকোব ৪:১৪)

পিতর : “মর্ত্যমাত্র তৃণের তুল্য ও তাহার সমস্ত কান্তি তৃণপুষ্পের তুল্য; তৃণ শুষ্ক হইয়া গেল, এবং পুষ্প ঝরিয়া পড়িল” (১ম পিতর ১:২৪)

বাইবেল স্পষ্টভাবে এই শিক্ষা দেয় যে আমরা মরনশীল কেবল যখন আমরা এবিষয়টি স্বীকার করি তখনই এই জীবনের জন্য পরিত্রাণ লাভের পথে অগ্রসর হই।

ধার্মিকদের ভবিষ্যত

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমাদের এটা স্বীকার করা উচিত যে আমাদের ভবিষ্যত যেই পুরস্কারের আশায় কাজ করব তা স্বর্গে নয় এ পৃথিবীতেই পাব।

গীতসংহিতা : “কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে, এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।” (গীতসংহিতা ৩৭:১১, মথি ৫:৫)

যীশু : “আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে।” (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)

দানিয়েল : “আর যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল। আর সেই রাজগণের সমস্ত স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না” (দানিয়েল ২:৩৫,৪৪)

“আর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে” (দানিয়েল ৭:২৭)

গীতসংহিতা : “স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।” (গীতসংহিতা ১১৫:১৬)

যোহন : “আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই: কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন।” (যোহন ৩:১৩)

বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, বর্তমানের মরণশীলতা রূপান্তরিত হয় স্বর্গে খ্রীষ্টের সাথে বসবাস করার উপযুক্ত হিসাবে, যা প্রকাশিত হবে খ্রীষ্টের এ পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবার পর।

পিতর : “আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন, অক্ষয়, বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে:... যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে।... আপন আপন মনের কটি বাঁধিয়া মিতাচারী হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনীত হইবে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ” (১ম পিতর ১:৪,৫,১৩ পদ)

পৌল : “কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন” (ফিলিপীয় ৩:২০-২১)

বাইবেল আমাদেরকে বলে, সেই একই পৃথিবী যেখানে ঈশ্বর প্রথমে মানুষকে রেখেছেন সেখানেই মানুষ তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।

মৃত্যুজনের বাসস্থান

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমাদের অবশ্যই এটা স্বীকার করা উচিত যে কবর অবচেতন অবস্থার একটি বাসস্থান, কেবলমাত্র পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়েই যার শেষ হতে পারে।

গীতসংহিতা : “কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, পাতালে কে তোমার স্তব করিবে?” (গীতসংহিতা ৬:৫)

হিষ্কিয় : “পাতাল ত তোমার স্তবগান করে না; মৃত্যু তোমার প্রশংসা করে না। গর্তগামীরা তোমার সত্যের অপেক্ষা করে না।” (যিশাইয় ৩৮:১৮)

পিতর : “ভ্রাতৃগণ, সেই পিতৃকুলপতি দায়ূদের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবরপ্রাপ্ত হইয়াছেন... কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নাই...” (শ্রেণিত ২:২৯,৩৪ পদ)

পৌল : “আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা

আপন আপন পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে। শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা।” (১ম করিন্থীয় ১৫:১৭-১৯)

পুরাতন নিয়মে বর্ণিত কবর বা সমাধি ও নরক মূলত একই শব্দ ও একই স্থান। এটা সেই ধরনের অনিবার্য একটি বাসস্থান যেখানে সকল মৃতকে অবশ্যই যেতে হবে।

পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমাদের উচিত সেইসব আদি শিষ্যদের সংগে দলভুক্ত হওয়া যারা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

যীশু : “আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন।” (মথি ২৫:৩১)

স্বর্গদূত : “...এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উর্ধ্ব নীত হইলেন, উঁহাকে যেখানে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন।” (প্রেরিত ১:১১)

পিতর : “...এবং তোমাদের নিমিত্ত পূর্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন।” (প্রেরিত ৩:২০)

পৌল : “কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তুরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন” (১ম থিমলনীকীয় ৪:১৬)

একমাত্র তার দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমেই যীশু তার প্রথম আগমনের সময় যা কিছু করতে চেয়েছিলেন তার পূর্ণতা আনতে পারেন।

যীশুই রাজা

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা নিশ্চিত হব যে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পর এই পৃথিবীর উপর রাজা হবেন।

স্বর্গদূত গাব্রিয়েল : “তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ুদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না।” (লুক ১:৩২-৩৩)

যীশু : “...কোন দিব্যই করিও না... আর যিরূশালেমের দিব্য করিও না, কেননা তাহা মহান রাজার নগরী” (মথি ৫:৩৪-৩৫)

যিরমিয় : “সদাপ্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে আমি দায়ুদের বংশে এক ধার্মিক পলব উৎপন্ন করিব; তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন, বুদ্ধিপূর্বক চলিবেন, এবং দেশে ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার সময়ে যিহূদা পরিত্রাণ পাইবে, ও ইস্রায়েল নির্ভয়ে বাস করিবে, আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন: সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকত্ব।” (যিরমিয় ২৩:৫-৬)

সখরিয় : “আর সেই দিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াইবে... আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে।” (সখরিয় ১৪:৪,৯)

পৌল : “কেননা তিনি (ঈশ্বর) একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা (যীশু খ্রীষ্ট) ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন। এই বিষয়ে সকলের বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠাইয়াছেন।” (প্রেরিত ১৭:৩১)

কেবলমাত্র পৃথিবীর উপর প্রভু যীশুর ধার্মিকতার শাসনের দ্বারাই সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের গৌরব-প্রশংসায় পূর্ণ হইতে পারে।

ঈশ্বরের রাজ্য

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা এটা নিশ্চিত জেনে আনন্দ গৌরব করতে পারি যে এই পৃথিবীর উপরেই ক্ষমতার সাথে ঈশ্বর তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

দানিয়েল : “আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে।” (দানিয়েল ২:৪৪)

যীশু : “জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন... হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, তুমি আছ ও ছিলে, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছ।” (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫, ১৭ পদ)

তাঁর গড়া বিশ্বপ্রমাণের উপর ঈশ্বরই প্রকৃত শাসনকর্তা।

গীতসংহিতা : “সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে।” (গীতসংহিতা ১০৩:১৯)

দানিয়েল : “...মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন... কারণ তাঁহার কর্তৃত্ব অনন্তকালীন কর্তৃত্ব ও তাঁহার রাজ্য পুরুষানুক্রমে স্থায়ী” (দানিয়েল ৪:২৫, ৩৪ পদ)

তিনি একবার ইস্রায়েল দেশে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেছেন এবং তাঁর লোকদের দুষ্টিতার কারণেই তা আবার উঠিলে নিলেন।

মোশী : “এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে... আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে।” (যাত্রাপুস্তক ১৯:৫-৬)

দায়ূদ : “হে সদাপ্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্রায়েলের ঈশ্বর, তুমি অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত ধন্য। হে সদাপ্রভু, মহত্ত্ব, পরাক্রম, গৌরব, জয় ও প্রতাপ তোমারই; কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে

সকলই তোমার; হে সদাপ্রভু, রাজ্য তোমারই, এবং তুমি সকলের মস্তকরূপে উন্নত।... তাহাতে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া সদাপ্রভুর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ও কৃতকার্য হইলেন” (১ম বংশাবলি ২৯:১০, ১১, ২৩ পদ)

যিহিঙ্কেল : “আর হে আহত দুষ্ট ইস্রায়েল-নরপতি, অন্তক অপরাধের সময়ে তোমার দিন উপস্থিত হইল। প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, উক্ষীষ অপসারণ কর ও রাজমুকুট দূর কর... আমি বিপর্যয়, বিপর্যয়, বিপর্যয় করিব; যাহা আছে, তাহাও থাকিবে না, যাবৎ তিনি না আইসেন, যাঁহার অধিকার; আমি তাঁহাকে দিব।” (যিহিঙ্কেল ২১:২৫-২৭)

যীশু যখন তার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, তখন বিদ্রোহী ইস্রায়েলীয়রা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে, এবং যারা অনুতপ্ত হবে না তারা পরিত্যক্ত হবে।

সখরিয় : “তাহাতে তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, এবং তাঁহার জন্য বিলাপ করিবে, যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা যায়” (সখরিয় ১২:১০, প্রকাশিত বাক্য ১:৭)

যীশু : “সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন, আর তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে।” (লুক ১৩:২৮)

সমস্ত জাতিকে পদানত করে যীশু তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন এবং যে জাতি তাঁকে ক্রুশারোপিত করেছে তাদের আরও সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

পাপের উৎস

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা এবিষয়টিকে অবশ্যই স্বীকৃতি দেব যে মানুষের হৃদয় থেকেই পাপ উৎসারিত হয় এবং মানুষের মাঝেই তা “শয়তান” হিসাবে দেখা দেয়, যার সাথে রয়েছে ঈশ্বরের শত্রুতা।

যিরমিয় : “অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বধৎক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য...।” (যিরমিয় ১৭:৯)

যাকোব : “কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়।” (যাকোব ১:১৪)

ইব্রীয় : “ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি [খ্রীষ্ট] নিজেও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন।... কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছেন।” (ইব্রীয় ২:১৪, ৯:২৬)

যীশু : “কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয়- বেশ্যাগমন, চৌর্ষ, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মুর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে।” (মার্ক ৭:২১-২৩)

পৌল : “আবার মাংসের কার্য সকল প্রকাশ আছে: সেইগুলি এই- বেশ্যাগমন, অশুচিতা, শৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা,

রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।” (গালাতীয় ৫:১৯-২১)

বাইবেল এই বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দান করে যে এদোন উদ্যানে মানুষের পতনের মানবীয় পাপময় প্রকৃতি সম্পর্কে এবং একমাত্র ক্রুশের উপর মুক্তির কাজ দ্বারাই এই “শয়তান” ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে।

ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মা

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা আমাদের প্রভু যীশু-খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরকে সর্বময় ক্ষমতাবান হিসাবে স্বীকার করব, যিনি পিতা ঈশ্বর; আমরা যীশু-খ্রীষ্টকে তার বাহ্য পুত্র হিসাবে দেখব; এবং পবিত্র-আত্মাকে তাঁর ব্যক্তিগত শক্তি হিসাবে দেখব।

পৌল : “কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু।” (১ম তীমথিয় ২:৫)

“...আর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর।” (১ম করিন্থীয় ১১:৩)

“আর সকলই তাঁহার বশীভূত করা হইলে পর পুত্র আপনিও তাঁহার বশীভূত হইবেন, যিনি সকলই তাঁহার বশে রাখিয়াছিলেন; যেন ঈশ্বরই সর্বসর্বা হন।” (১ম করিন্থীয় ১৫:২৮)

“দেহ এক, এবং আত্মা এক; আবার যেমন তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।” (ইফিসীয় ৪:৪-৬)

যীশু : “...কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান।” (যোহন ১৪:২৮)

“সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন।” (যোহন ৫:১৯)

“তোমরা যদি আমার আঞ্জা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আঞ্জা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি।” (যোহন ১৫:১০)

“পিতঃ ... তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।” (লুক ২২:৪২)

গাব্রিয়েল স্বর্গদূত : “পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।” (লুক ১:৩৫)

পিতর : “...কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।” (২য় পিতর ১:২১)

“ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিশেক

করিয়্যাছিলেন...” (শ্ৰেয়িত ১০:৩৮)

বাইবেলে সবকিছুই ঈশ্বরের উপর গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে, আর তিনিই পিতা ঈশ্বর, যীশুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সকল উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর তিনি পুত্র; এবং যেটি ভাববাদীদের মাঝে, শ্ৰেয়িতদের মাঝে ও সাধুগণের মাঝে ঈশ্বর নিজস্ব শক্তি বা ক্ষমতা হিসাবে কর্মরত রয়েছে, আর সেটাই হচ্ছে, পবিত্র আত্মা।

যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা অবশ্যই একমত হব যে যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যিক একটি বিষয়। খ্রীষ্টের সাথে জীবনযাপন করার পূর্বে একজন খ্রীষ্টিয়ানকে অবশ্যই প্রকৃত সুসমাচার গ্রহণ করতে হবে।

যীশু : “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” (যোহন ৩:১৬)

“...কেননা যদি বিশ্বাস না কর যে, আমিই তিনি, তবে তোমাদের পাপসমূহে মরিবে।” (যোহন ৮:২৪)

পৌল : “কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহুদীর পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে... কারণ তুমি যদ্বিমুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে।” (রোমীয় ১:১৬; ১০:৯)

ইব্রীয় : “কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যিক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা।” (ইব্রীয় ১১:৬)

শ্রান্ত বা মিথ্যা শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে হবে :

পৌল : “কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিন্না স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।” (গালাতীয় ১:৮)

অথবা গডালিকা প্রবাহের মত শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে থাকার বিরুদ্ধে সতর্কবানী :

যীশু : “সক্ষীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার ক্ষীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।” (মথি ৭:১৩-১৪)

বাইবেল কখনই আমাদেরকে পরিত্রাণ এমনিই দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেনি। পাপীদের জন্য পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে বাধ্যতায় খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা যে পথ তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তিনি ঈশ্বরের যে বাক্যকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার প্রতিও বিশ্বাস করা।

ক্রুশ তুলে নেওয়া

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা অবশ্যই আমাদের মাংসিক স্বভাবের দুর্বলতা ও গর্বসমূহ শপথপূর্বক পরিত্যাগ করব এবং ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যুর প্রক্রিয়ার সাথে উৎসর্গ করে দেওয়া উচিত।

যীশু : “...কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদ্গামী হউক।” (মথি ১৬:২৪)

পৌল : “খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদের মধ্যেও হউক... এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আঞ্জাবহ হইলেন... এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (ফিলিপীয় ২:৫-১১)

“আমরা তো ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়।” (রোমীয় ৬:৬)

“খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি, তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।... আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাষসুদ্ব ক্রুশে দিয়াছে।... কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শম্মা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত।” (গালাতীয় ২:২০; ৫:২৪; ৬:১৪)

যীশু : “...ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্রুশের মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেঘশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে, ও শুকুবর্ণ করিয়াছে।” (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪)

ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর দ্বারা যীশু পাপের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে ফেলেছেন। তিনি এমন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বা পবিত্র ও মৃত্যুহীন। যারা তাহাদের পুরাতন জীবন খ্রীষ্টের সাথে একইরকমভাবে উৎসর্গ করবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে, তারা তাঁরই মত সুন্দর পরিণতি লাভে তাঁর সাহায্য পাবে।

সঠিক বাস্তিষ্ম

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা জানবো যে বাস্তিষ্ম গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বাস নিয়ে জীবন পরিচালনার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যীশুর আদেশসকল পালন করতে হবে।

যীশু : “...এখন সম্মত হও, কেননা এইরূপে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত।... পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া যখন জল হইতে উঠিলেন... তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল...ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।” (মথি ৩:১৫-১৭)

“যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অশ্বাস করে, তাহার দণ্ডা করা

যাইবে।” (মার্ক ১৬:১৬)

“সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।” (যোহন ৩:৫)

পিতর : “মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও... তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল... আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।” (প্রেরিত ২:৩৮, ৪১-৪২ পদ)

পৌল : “আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি। অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।” (রোমীয় ৬:৩-৪)

বাইবেল অনুসারে বাপ্তিস্ম হচ্ছে জলে সমাধিস্থ হওয়া' যারা তাদের পুরাতন জীবন খ্রীষ্টের মত ক্রুশারোপিত করতে ও সমাধিস্থ স্বীকার করে এবং খ্রীষ্টের সংগে পুনরায় নতুন এক জীবন-যাপন করতে আগ্রহী হয় তারা ই প্রকৃত বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টিয় জীবন

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা নিশ্চিত যীশুর মত জীবন-যাপন করতে চাইব, তাঁর আদেশ সকল পালন করব, তাঁর মৃত্যু স্মরণে রাখব এবং এই পৃথিবীতে নির্দোষ জীবন-যাপন করব।

যীশু : “তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।... এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর।” (যোহন ১৪:১৫; ১৩:৩৪)

“...তোমার খড়গ পুনরায় স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়গ ধারণ করে, তাহারা খড়গ দ্বারা বিনষ্ট হইবে।” (মথি ২৬:৫২)

যোহন : “তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীশ্ব বিষয় সকলও প্রেম করিও না... কেননা জগতে যাহা কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এই সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে।” (১ম যোহন ২:১৫-১৬)

যীশু ও পৌল : “কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্বক ভাঙ্গিলেন, ও কহিলেন, ‘ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও’। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া কহিলেন, এই পানপাত্র আমার রক্তে নূতন নিয়ম: তোমরা যত বার পান করিবে আমার স্মরণার্থে ইহা করিও’। কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।” (১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)

উপরের পদ পরিষ্কার বলে যে, বাইবেল সবসময় প্রকৃত বা আসল খ্রীষ্টিয়ানদেরকে এই কাজ করতে উৎসাহিত করে, তারা যেন রুটি ভাঙ্গার মধ্যে দিয়ে নিয়মিত প্রভুকে স্মরণ করে এবং অবিরতভাবে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাকে স্মরণে রাখে- এভাবে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য সবসময় প্রতীক্ষা করে।

পুনরুত্থান ও বিচার

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা জানব যে নিশ্চিত একদিন আমাদেরকে আশীর্বাদ অথবা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিচারক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে।

যীশু : “আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হবে। কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারা তুমি দোষী বলিয়া গণিত হইবে।” (মথি ১২:৩৬-৩৭)

পৌল : “কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সংকার্য হউক, কি অসংকার্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায়।” (২য় করিন্থীয় ৫:১০)

দানিয়েল : “আর মৃত্তিকার খুলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে- কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে।” (দানিয়েল ১২:২)

যীশু : “...তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল, আর মৃত লোকদের বিচার করিবার সময় এবং তোমার দাস ভাববাদিগণকে ও পবিত্রগণকে ও যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে পুরস্কার দিবার, এবং পৃথিবী-নাশকদিগকে নাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল।” (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮)

পৌল : “সেইরূপ আমি ঈশ্বরে এই প্রত্যাশা করিতেছি যে, ধার্মিক অধার্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে... পৌল ন্যায়পরায়ণতার, ইন্দ্রিয় দমনের এবং আগামী বিচারের বিষয় বর্ণনা করিলে ফীলিক্স ভীত হইয়া উত্তর করিলেন...” (প্রেরিত ২৪:১৫, ২৫ পদ)

পিতর : “কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করিতে উদ্যত তাঁহারই কাছে উহাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে।” (১ম পিতর ৪:৫)

যারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বুঝেছেন, তারা ঈশ্বরকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক এবং বিশ্বাসে তার বাধ্য থাকুক বা তাকে প্রত্যাখান করুক বা অবহেলা করুক - সবাইকেই আশীর্বাদ লাভ করতে কিংবা শাস্তি লাভ করতে প্রভুর বিচারাসনের সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

যীশু : “আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের এক জন হইতে অন্য জনকে পৃথক করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেঘ পৃথক করে; আর তিনি মেঘদিগকে আপনার দক্ষিণদিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন। তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ-পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও।... পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।” (মথি ২৫:৩১-৪১)

“...আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিশ্ব জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেল; দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিষ্কিন্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল।”
(মার্ক ৯:৪৩-৪৮)

বাইবেলে ক্রমবর্ধমান আশ্রয় হচ্চে, শেষ বিচারের সময় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অসন্তোষজনক সমস্ত কিছুই ধ্বংসাত্মক বা নষ্ট দিক। যাকে বলা হলে অনন্ত কালীন অগ্নি ও অগ্নিহ্রদ।

গৌরবময় সমাপ্তি

যদি দাবী করি যে, আমরা খ্রীষ্টের অনুসারী তবে আমরা অবশ্যই সেই সময়কে দেখবার জন্য অপেক্ষা করব যখন যীশু খ্রীষ্টের কাজের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবী হলে উঠবে নিখুঁত সুন্দর বা সর্বপেক্ষা উত্তম জায়গা এবং তা ঈশ্বরের গৌরবে পরিপূর্ণ হলে উঠবে।

মোশীর প্রতি: “সত্যই আমি জীবন্ত, এবং সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইবে।” (গণনা পুস্তক ১৪:২১)

গীতসংহিতা: “হে ঈশ্বর, তুমি রাজাকে আপনার শাসন, রাজপুত্রকে আপনার ধর্মশীলতা প্রদান কর, তিনি ধার্মিকতায় তোমার প্রজাগণের, ন্যায় তোমার দুঃখীদের বিচার করিবেন... ধন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর, ইস্রায়েলের ঈশ্বর; কেবল তিনিই আশ্চর্য ক্রিয়া করেন। তাহার গৌরবান্বিত নাম অনন্তকাল ধন্য; তাহার গৌরবে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ হউক।” (গীতসংহিতা ৭২:১-২, ১৮-১৯ পদ)

যিশাইয়: “সেই সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।” (যিশাইয় ১১:৯)

হবক্কুক: “কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমা-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে।” (হবক্কুক ২:১৪)

পৌল: “তৎপরে পরিণাম হইবে; তখন তিনি [খ্রীষ্ট] সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ করিলে পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন। কেননা যাবৎ তিনি সমস্ত শত্রুকে তাহার পদতলে না রাখিবেন, তাহাকে রাজত্ব করিতেই হইবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হইবে।” (১ম করিন্থীয় ১৫:২৪-২৬)

যীশু: “পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিষ্কিন্ত হইল; তাহাই, অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু... দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক না আতর্নাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।” (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪, ২১:৩-৪)

এইভাবে বাইবেল দেখায়, সৃষ্টিকাজের পূর্ণ বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতা আনয়নের পরিকল্পনা কিভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে-যা আসলে তাঁর সকল খাঁটি সাধুগণের সাক্ষাতে ঈশ্বরের উপস্থিতিতেই সম্পূর্ণ হবে।

📖 “...তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু
স্বকীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে।”

২য় তীমথিয় ৩:১৫

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং ১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, ভারত

The Bible Our Guide

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

*This booklet is translated and published with the kind permission of the Christadelphian Publishing Office,
404 Shaftmoor Lane, Birmingham B28 8SZ, UK.*